International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-II, March 2017, Page No. 19-32
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

রাঢ়বঙ্গের লোকশিল্পে নারীদের ভূমিকা: নির্বাচিত অঞ্চল ও আঙ্গিককেন্দ্রিক অধ্যয়ন

সঞ্চিতা কুন্ডু
ছাত্রী, এম.ফিল., লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশিমবঙ্গ, ভারত
সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পশিমবঙ্গ, নদীয়া, কল্যাণী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, ভারত

Abstract

Folk craft is an important genre of folklore. Radh Bengal is considered as a storehouse of various folk arts and crafts. Many women are deeply related with that folk crafts. Actually, many folk crafts are originated and developed only with the direct involvement of women. Most of folklorists have emphasized to disclose the role of male artisans and still now female artisans are being stayed behind their sight. Though, male artisans play vital role in different side of folk craft but the role of women cannot be ignored. Women artisans play multi-dimensional role in the forms of folk craft. The major participation and action of women artisans are noticed in the field of production procedure and marketing system. So, this paper has covered the important multi-dimensional role of women in the world of folk craft and provided an account about some selected folk craft of Radh Bengal. This paper has also described the undeniable role of women in production technique, use of folk technology, transformation, expansion and marketing system of folk crafts. Besides, this paper has assessed the socio-economic condition of women artisans of Radh Bengal in the context of Bengal's folk craft.

Keywords: Folk Craft, Radh Bengal, Folk technology, Marketing system, Women Artisans.

১. ভূমিকা : লোকশিল্প ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হল লোকশিল্পীসমাজ। সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা মানুষের জীবনে লোকশিল্পের অবদান কোন অংশেই কম নয়। মানুষের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ফুটে ওঠে লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে। মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতিজাত বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্প আঙ্গিক গড়ে তুলেছে। ফলে সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্পকলা প্রসার ও বিকাশ লাভ করেছে। তবে একথা বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র লোকশিল্পের ধারা বহমান থাকলেও রাঢ়বঙ্গেই বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্প আঙ্গিক সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে। এককথায় রাঢ়বঙ্গকে লোকশিল্পের ভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না। অসংখ্য অগণিত নারী-পুরুষ-শিশু বংশপরম্পরায় এখানকার লোককারু ও চারুশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। লোকশিল্প সৃজনের মূলে থাকে লোকায়ত নারী-পুরুষের নিরলস প্রচেষ্টা, মননশীলতা এবং নান্দনিক শৈল্পিক চেতনা। শুধু সৃষ্টিতে নয়, লোকশিল্পের প্রসার ও

বিকাশেও নারীরা পুরুষের সমসঙ্গী। বর্তমানে যান্ত্রিক আধুনিকতা এবং বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী প্রভাবে লোকশিল্পে নানা ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে লোকশিল্পের লৌকিক ঐতিহ্য। আধুনিকতার চাপ সামলে লোকায়ত ঐতিহ্য বজায় রেখে লোকশিল্পের ক্রমবিবর্তনেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিখুঁত বিপণনের মালায় গেঁথে লোকশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে আজও নারীরা পুরুষদের মতো সমপ্রয়াসী। শুধু বিপণনকারী হিসাবে নয় উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারী হিসাবে নারীরা সমান কৃতিত্বের অধিকারী। বহু লোকশিল্প আঙ্গিকের উৎপাদন ও ব্যবহার-দুটো দিকই শুধুমাত্র নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লোকশিল্পের পুনর্নির্মাণে এবং নিত্যনতুন মোটিফের সংশ্লেষণ ও সংস্থাপনের মাধ্যমে লোকশিল্পবস্তুগুলিকে চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী করে তুলতে নারীদের জুড়ি মেলাভার। এককথায় রাঢ় অঞ্চল তথা সমগ্র বাংলায় লোকশিল্পের সুপ্রাচীন ধারাটি অক্ষুন্ন ও সংহত রাখতে নারীদের উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে।

২. রাঢ়ের লোককারুশিল্পের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য ও নারীশিল্পীসমাজ : লোকায়ত সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল লোকশিল্প। লোকায়ত সমাজের আন্তঃপরিচয় নিহিত থাকে লোকশিল্পের মধ্যে। প্রাচীন কাল থেকেই উপাদান, নির্মাণশৈলী, ভৌগোলিক অঞ্চল, ব্যবহারিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লোকশিল্পের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। সৃজনের কৃৎকৌশলের নিরিখে লোকশিল্পকে আমরা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি: লোককারুশিল্প ও লোকচারুকলা। সাধারণভাবে বেশকিছু উপকরণের সাহায্যে ও বৃহৎ হাতিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে খোদাই, ঢালাই, বুনন ইত্যাদি সৃজনকৌশলের প্রয়োগে গড়ে ওঠে লোককারুশিল্প। যেমন, তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি। অন্যক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণের সাহায্যে অঙ্কণশৈলীর প্রয়োগে গড়ে ওঠে লোকচারুশিল্পকলা। যেমন, আল্পনা, পটচিত্র ইত্যাদি (মণ্ডল, ২০১১: ৩০)। লোককারু ও চারুশিল্পের বৈচিত্র্যে পশ্চিমবঙ্গ গরিমাময়। লোককারুশিল্পের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের ধারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র বহমান। আর রাঢ়বঙ্গের কারুশিল্পের নানান বৈচিত্র্য সেই ধারারই একটি উজ্জ্বল ও সংহতরূপ। রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন ধরনের লোককারুশিল্পে সমৃদ্ধ। বেশকিছু লোককারুশিল্প আঙ্গিক আছে যেগুলি কেবল মাত্র রাঢ় অঞ্চলেই সৃষ্ট হয়েছে এবং এখানেই বিকাশ লাভ করেছে। রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত প্রধান প্রধান লোককারুশিল্পআঙ্গিকগুলিকে নিম্নে সারণির সাহায্যে তুলে ধরা হল:

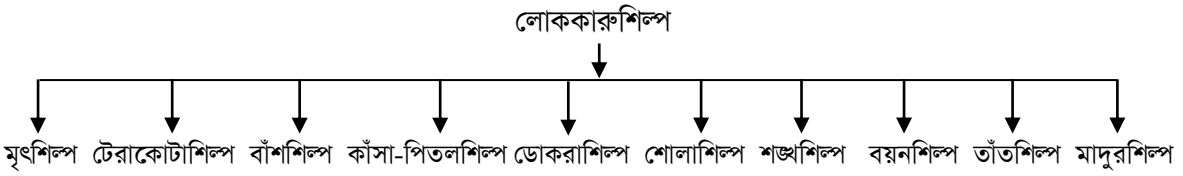

অধিকাংশ লোকশিল্পই গড়ে ওঠে নারী-পুরুষের যুগলবন্দীতে। বহু শতাব্দী ধরেই আমাদের গ্রামীণ নারীকূল নিজেকে ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন লৌকিক শিল্পরূপের মধ্যে দিয়ে। নারীরা আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে যেমন সৃষ্ট করেছে নতুন নতুন শিল্প আঙ্গিক তেমনি সেই শিল্প আঙ্গিককে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। লোকশিল্পের আঙিনায় নারীশিল্পীদের বহুমুখী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকে নারীশিল্পীদের বিচিত্র কর্মপ্রয়াস শুধুমাত্র লোকশিল্পজগৎকেই সমৃদ্ধ করছে না, সমৃদ্ধ করছে সমগ্র সমাজ ও সভ্যতাকে। তাই লোকশিল্পে নারীশিল্পীদের বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় লৌকিক ঐতিহ্যের বাহক লোকশিল্পে নারীদের ভূমিকা তাই বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

৩. রাঢ়ের নির্বাচিত লোককারুশিল্প আঙ্গিকে নারীদের ভূমিকা : রাঢ়বঙ্গ হল বৈচিত্র্যময় লোকশিল্পের ভাণ্ডার। তবে সমস্ত লোকশিল্প আঙ্গিকই যেমন রাঢ়বঙ্গে সমান সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করেনি তেমনই সব শিল্প আঙ্গিকেই নারীদের ভূমিকা সমান নয়। কোন কোন লোকশিল্পের সঙ্গে নারীরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা পরোক্ষভাবে পুরুষদের সহযোগিতা করে। রাঢ়ের লোককারুশিল্পে নারীদের ভূমিকার সম্যক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য আমরা রাঢ়ের যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় লোকশিল্প আঙ্গিককে নির্বাচন করেছি, সেগুলি পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ:

৩.১ মৃৎশিল্প: মৃৎশিল্পের উদ্ভব নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মৃৎশিল্পীরা মনে করে সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই মৃৎশিল্পসামগ্রীর ব্যবহার শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই অগণিত মৃৎশিল্পকেন্দ্র রয়েছে।

৩.১.১ অঞ্চল: রাঢ়বঙ্গের উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পকেন্দ্রগুলি হল: বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখি, বিষ্ণুপুর, ওন্দা, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, বেলিয়াতোড়, রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া, কদমাঘাটি, বিকনা, রামপুর, শালবনী, শুশুনিয়া, খাতরা, ছাতনা ইত্যাদি।

শিল্পদ্রব্যসামগ্রীর দিক থেকে বিচার করলে রাঢ়বঙ্গে মৃৎশিল্পের তিনটি ধরণ পরিলক্ষিত হয়:

১. চাঁকের সাহায্যে তৈরি মৃৎশিল্পসামগ্রী
২. মাটির পুতুল ও দেব-দেবীর মূর্তি
৩. টেরাকোটা

৩.১.২ উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুতিতে নারীশিল্পীদের ভূমিকা: মৃৎশিল্পীদের প্রধান কাজ হল মাটি সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা। সাধারণত পুরুষ শিল্পীরা নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে মাটি সংগ্রহ করে আনার পর মাটিকে ভেজানো, কাঁকড় ও অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বাছাই করার কাজটি নারীরা করে থাকে।

৩.১.৩ উৎপাদন পদ্ধতিতে নারীদের ভূমিকা: প্রায় সব ধরনের মৃৎশিল্পসামগ্রী উৎপাদনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটি প্রস্তুতের পর নারীরা চাক ও আঁইখাল নামক উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন মৃৎদ্রব্য তৈরি করে। নিম্নে মৃৎদ্রব্য উৎপাদনে নারীশিল্পীদের বিচিত্র কর্মপ্রয়াসগুলি উল্লেখ করা হল:

১. মাটির সঙ্গে জল মেশানো *(দ্র: চিত্র নং-১)*
২. মাটির তাল তৈরি করা
৩. কাঁকড় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বেছে ফেলা
৪. চাঁকের সাহায্যে শিল্পদ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা ও নকশা করা *(দ্র: চিত্র নং-২)*
৫. সুতো দিয়ে দ্রব্যটিকে চাঁক থেকে আলাদা করে, সেটিকে পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয় *(দ্র: চিত্র নং-৩)*
৬. শিল্পদ্রব্যটিকে রোদে শুকানো
৭. প্রয়োজন মতো পোড়ানো হয়।

প্রতিমা বা মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে নারীরা শিল্পসামগ্রীগুলিতে প্রয়োজন মতো অলংকরণ করে থাকে। এছাড়া পুরুষ শিল্পীদের কাঠের পাটাতনে বিচুলি ও পাটের সুতো বাঁধতে সাহায্য করে। এ মাটি লাগানোর পর প্রতিমাগুলি সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করতে সহায়তা করে নারীশিল্পীরা।

চিত্র নং-১ মাটি প্রস্তুতিকরণ

চিত্র নং-২ চাকের সাহায্যে শিল্পসামগ্রী তৈরি

চিত্র নং-৩ মৃৎশিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নারী

৩.১.৪ অলংকরণে নারীদের ভূমিকা: মৃৎশিল্পসামগ্রী অলংকরণের ক্ষেত্রেও নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্যনীয়। শিল্পদ্রব্য গড়ে তোলার সময় শিল্পীরা কাঁচা অবস্থায় শিল্পদ্রব্যের উপর চেরি দিয়ে নানান নকশা করে। কখনো চেরির সাহায্যে আঁচড় কেটে ***(দ্র: চিত্র নং-৪)***, আবার কখনো কাঁচা অবস্থায় মাটির উপর মাটি লাগিয়ে (অ্যাপ্লিক, রিলিফ) আবার কখনো ছাঁচের সাহায্যে নারীরা শিল্পসামগ্রীতে নকশা সৃজন করে ***(দ্র:চিত্র নং-৫)***। পরবর্তীকালে তার উপর রঙ দিয়ে সেটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে ***(দ্র: চিত্র নং-৬, ৭, ৮)***। সাধারণত নারীশিল্পীরা তেঁতুল বীজের আঠার সঙ্গে বা ফেবিকলের আঠার সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক রং মিশিয়ে রঙ প্রস্তুত করে। আবার কখনও বাজারের কৃত্রিম রং ব্যবহার করে। টেরাকোটা শিল্পদ্রব্য অলংকৃত করতে বর্তমানে নারীশিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের পুঁতি ব্যবহার করছে। এছাড়া শিল্পসামগ্রীটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে নারীশিল্পীরা পোড়ামাটির রঙও ব্যবহার করে থাকে ***(দ্র: চিত্র নং-৯)***।

চিত্র নং-৪ নানা ধরনের চেরি

চিত্র নং-৫ মৃৎসামগ্রী অলঙ্করণে নারীশিল্পী

চিত্র নং-৬ টেরাকোটা শিল্পদ্রব্যে ব্যবহৃত রঙ

চিত্র নং-৭ রঙকরণে ব্যস্ত নারীশিল্পী

চিত্র নং-৮ শিল্পদ্রব্যকে রোদে শুকানো

চিত্র নং-৯ পোড়ামাটির সামগ্রী

৩.২ শঙ্খশিল্প : প্রাচীনকাল থেকেই শঙ্খশিল্প মানুষের নজর কেড়েছে। বংশপরম্পরায় বৃত্তিগত অনুশীলনের মধ্যদিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার বিনিময়ে এই শিল্পাঙ্গিকটি আজও বহমান রয়েছে। শঙ্খশিল্পের উদ্ভব ইতিহাস নিয়ে নানা ধরনের মতামত পোষণ করেন গবেষকরা। সাধারণ শঙ্খ দিয়ে দুই ধরনের কাজ শিল্পীরা করে থাকেন:

১. বাদ্যশঙ্খ
২. শাঁখা / শঙ্খবলয়

৩.২.১ অঞ্চল : রাঢ়বঙ্গের উল্লেখযোগ্য শঙ্খশিল্পকেন্দ্রগুলি হল: বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুড়া সদর, বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম; বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিউড়ি, করিধ্যা, শীর্ষা; মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জিৎপুর গ্রামে পূর্বপাড়া, মধ্যপাড়া, বাগপারা, চোয়াপাড়া, মাঠপাড়া ইত্যাদি অঞ্চল।

৩.২.২ উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুতিতে নারীশিল্পীদের ভূমিকা : শঙ্খশিল্পের সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হল সমুদ্র উপকূল থেকে শাঁখ সংগ্রহ করা। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি সাধারণত পুরুষেরাই করে থাকে। নানা শ্রেণি ও উপশ্রেণির হাজার হাজার প্রজাতির শাঁখ তারা সংগ্রহ করে। শঙ্খশিল্পীরা অর্থের বিনিময়ে কলকাতা ও স্থানীয় অঞ্চল থেকে শঙ্খ সংগ্রহ করে। নারী ও পুরুষের যৌথ উদ্যোগে এই শঙ্খ পরিস্কার করা হয়ে থাকে। শঙ্খের ভেতরের মাংসকে বার করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCI) দিয়ে পরিস্কার করে, নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), জিঙ্ক পাউডার (Zn dust) দিয়ে পোকায় খাওয়া ছিদ্র গুলিকে ভরাট করার কাজটি সাধারণত নারীরা করে থাকে।

শঙ্খশিল্পের প্রধান উপকরণ হল শাঁখের করাত। এছাড়া রয়েছে আদারি, বিন্দনি, আরি, খুটনা, উগা, হাতুড়ি, কুড়া, তেসনা, বাটালি, দেরাল, কাত, ছুরি, ব্লেড, চিমটা, ব্রাশ, দোয়ালী,ছেনি, গ্রাইন্ডিং মাশিন ইত্যাদি। দেশীয় যন্ত্রপাতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি বর্তমানে ব্যবহার করেছে নারীশিল্পীরা। এই সমস্ত উপকরণগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব থাকে সাধারণত নারীদের উপর। সাধারণত এই সমস্ত উপকরণগুলি স্যাকরার কাজ থেকে কিংবা বাজার থেকে ক্রয় করেন শঙ্খশিল্পীরা।

৩.২.৩ উৎপাদন পদ্ধতিতে নারীদের ভূমিকা : শঙ্খশিল্প নারী-পুরুষের যৌথশিল্প হওয়ায় পরিবারের সকল সদস্যই শিল্পসামগ্রী তৈরিতে সহায়তা করে। শঙ্খ দিয়ে নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য তৈরি হয় সে গুলি হল: ১.বাদ্যশঙ্খ *(দ্র: চিত্র নং-১০)*

২. শাঁখা *(দ্র: চিত্র নং-১১)*
৩. অন্যান্য শিল্পসামগ্রী (গৃহসজ্জা, নারীর অলংকরণ)

৩.২.৩.১ শাঁখা তৈরির নির্মাণকৌশল : বাঙালি গৃহবধূর কাছে শাঁখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অলংকরণ সামগ্রী। এই শাঁখা নির্মাণ করতে শঙ্খশিল্পীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে। নিম্নে শাঁখা তৈরির পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করা হল (মণ্ডল, ২০০৭:১৮৭) :

১. আদারি দিয়ে সাইজ করা।
২. বিন্দনি দিয়ে ফুটো করে ভেতরের গ্যারা বের করা।
৩. করাতের মাধ্যমে মাজার দেওয়া হয়।
৪. জলে ভিজিয়ে রেখে ভেতরের পচা অংশ বের করা হয়।
৫. শীল পাটায় ঝাঁপা হয়।
৬. গ্রাইন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে মসৃণ করা হয়।
৭. আকার মতো শাঁখার জোড়া নির্বাচন করা।
৮. ফাইল বা রেত দিয়ে ডিজাইন করা হয়।
৯. গরম জল করে অ্যাসিড দিয়ে পরিস্কার করা হয়।

১০. ফাটা বা পোকায় খাওয়া অংশ ভরাট করা।

৩.২.৩.২ বাদ্যশঙ্খের নির্মাণকৌশল : প্রাচীনকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শঙ্খ ব্যবহারের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। যুদ্ধআরম্ভ, যুদ্ধবিরতি কিংবা যুদ্ধসমাপ্তিতে শঙ্খের ব্যবহার অনস্বীকার্য। এছাড়া বিভিন্ন মাঙ্গলিক কার্যে কিংবা কোন আচার-অনুষ্ঠানে শঙ্খের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়। নিম্নে বাদ্যশঙ্খ তৈরির রীতিটি পর্যায় অনুসারে উল্লেখ করা হল (মণ্ডল, ২০০৭: ১৯৩) :

১. শঙ্খ মেশিনে ঘষে বহিরাবরণ পরিস্কার ও মসৃণ করা।
২. শঙ্খের মাথা ভাঙ্গা হয়।
৩. অ্যাসিড ও গরম জলে ভিজিয়ে শঙ্খের ভিতরে মাংসল অংশ বের করা।
৪. শঙ্খের গায়ে নকশা করা।
৫. পালিশ করা।
৬. বিক্রয়যোগ্য করে তোলার জন্য প্যাকিং করা।

৩.২.৪ বাদ্যশঙ্খ, শাঁখা ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী তৈরিতে নারীশিল্পীদের ভূমিকা : শঙ্খশিল্পে নারী ও পুরুষদের কাজের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে শ্রমের বণ্টন অবলোকিত হয়। সাধারণভাবে করাতের সাহায্যে শঙ্খ কাটার কাজটি যেমন পুরুষেরা করে থাকে ঠিক তেমনি কাঁচামাল হিসাবে শঙ্খ বাজার থেকে ক্রয় করার পর ভেতরের মাংসল অংশটি বার করার কাজটি নারীরা করে থাকে। শঙ্খের ছিদ্রগুলিকে ভরাট করা এবং গালা, মোম, সিন্থেটিক গাম বা আঠা ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে নারীরা পুরুষদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। এছাড়া শাঁখ খোদাই করে নকশা করা, শাঁখা জোড়া লাগানো, পোকায় নষ্ট করা অংশগুলিতে পুটিং দেওয়া, শঙ্খের বহিরাবরণ ঘষে পরিস্কার ও মসৃণ করা, পালিশ করার কাজগুলি পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও করে থাকে। অতীতে শঙ্খশিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের সংযুক্ত হবার প্রবণতা কম থাকলেও বর্তমানে সেই চিত্রটি অনেকটা পাল্টেছে। বর্তমানে শঙ্খশিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের প্রশংসনীয় কর্মপ্রয়াস দৃষ্টিগোচর হয়।

৩.২.৫ অলঙ্করণের ক্ষেত্রে নকশা ও মোটিফ সৃজনে নারীদের ভূমিকা : শঙ্খশিল্পের মধ্যে দিয়ে শাঁখারি শিল্পীসমাজের রসচেতনা, শিল্পচেতনা ও নান্দনিকতাবোধ পরিস্ফুট হয়। শঙ্খের শিল্পসামগ্রী অলঙ্করণে পুরুষদের পাশাপাশি নারীশিল্পীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীশিল্পীরা সাধারণত ঐতিহ্যময় দেশীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যেই শাঁখের উপর অলঙ্করণ করেন। শঙ্খ শিল্পসামগ্রীতে সাধারণত খোদাই ও তক্ষণকর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন কারুকার্য করা হয়। সাধারণত ধারালো কোন মাধ্যমের সাহায্যে শক্ত জমির উপর বিভিন্ন রেখাচিত্র উৎকীর্ণ করাকেই খোদাই বলে। নারী ও পুরুষ শিল্পীরা শাঁখের বহির আবরণের দিকের শক্ত জমিতে এ ধরনের কাজ করে অলঙ্করণ করেন। এভাবেই নারী শিল্পীরা শঙ্খের শিল্পসামগ্রীর উপর বিভিন্ন নকশা উৎকীর্ণ করেন। আর তক্ষণকলা বলতে বোঝায় কোন ফলকের উপর উৎকীর্ণ কোন ছবির চারপাশের জমি চেঁছে ফেলা। চেঁছে ফেলা জমির পরিমাণ কম হলে তাকে বলে অগভীর তক্ষণকর্ম। নারী ও পুরুষ শঙ্খশিল্পীরা মূলত অগভীর তক্ষণকর্মের মাধ্যমে শঙ্খপৃষ্ঠে বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্ররূপ এবং বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি ফুটিয়ে তোলে। পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খ শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের শঙ্খশিল্পে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শৈলী সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও অনন্য। রাঢ় অঞ্চলের নারী শঙ্খশিল্পীদের উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ নিপুণতা আজ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

৩.৩ তাঁতশিল্প : বাংলার তাঁতশিল্পের গৌরব বিশ্বের মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য। বাংলার মসলিম শাড়ী থেকে শুরু করে জামদানী ও বালুচরী শাড়ী সকলের নজর কেড়েছে। বাংলা তাঁতজাত বস্ত্রের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতে বিভিন্ন তাঁতশিল্পকেন্দ্র বিস্তৃত হয়েছে। তাঁতশিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে নারীরা। তবে

শুধুমাত্র তাঁতকে এককভাবে নারীকেন্দ্রিক শিল্প বলা যায় না, নারী ও পুরুষের যৌথ উদ্যোগে বিশ্বদরবারে এই শিল্পদ্রব্য সমাদৃত হয়েছে।

৩.৩.১ অঞ্চল : রাঢ়বঙ্গের উল্লেখযোগ্য তাঁতশিল্পকেন্দ্রগুলি হল: বীরভূম জেলার অন্তর্গত তাঁতিপাড়া, মারগ্রাম, তেঁতুলিয়া, মুরাডিহি, বিষ্ণুপুর; বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পারুলিয়া, তেলেনিপাড়া, লক্ষ্মীপুর গ্রাম, চুপিগ্রাম, কামালনগর, মুস্থলী, কেতুগ্রাম ব্লক, তমঘাটা, হাটকালনা ধাত্রীগ্রাম, স্বরাজপুর, কালনা ব্লকেরঅংশ, শ্রীরামপুর, পূর্বস্থলী ব্লকের অংশ, বিদ্যানগর, কালনা ব্লকের অংশ, গোয়ালাপাড়া; বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর ব্লক ও পৌরসভা, পাঁচমুড়া, জামবেদিয়া; পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত কাশীপুর, রামনাথপুর।

৩.৩.২ উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহের নারীদের ভূমিকা : তাঁতশিল্পদ্রব্য তৈরির উপাদান বলতে সাধারণত শিল্পের কাঁচামালকে বোঝায়। সুতো ছাড়াও প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল রঙ, মাড়, আঠা ইত্যাদি। রেশম সুতো তৈরির প্রক্রিয়াটিতে সাধারণত নারীরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। গুটি পোকার ডিম থেকে পর্যায়ক্রমে পরিপূর্ণ লাভ করার পর গুটিটি গরম জলে সেদ্ধ করাও রোলিং মেশিনের সাহায্যে সুতো প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াটি নারীরাই সম্পন্ন করেন। তবে সুতি, রেশম ও সিল্ক-এর গুণগত মান বজায় রাখতে অনেক সময় বাজার থেকে সুতো সংগ্রহ করে নারীরা। তবে শুধুমাত্র সুতো সংগ্রহই নয় সুতো রোলারের মধ্যে সঠিকভাবে রাখা, সুতোগুলিকে ক্ষার দিয়ে ধুয়ে ন্যাপথল দ্রবণে ডোবানো, প্রয়োজন মতো সুতোকে রঙ করা ও শুকানো এবং সুতোকে টিকসই ও আকর্ষণীয় করার জন্য গরম জলে ফোটানো প্রভৃতি কাজ সাধারণত নারীদের অধীনেই থাকে। এছাড়া বুননের পূর্বে সুতোকে টিকসই ও মজবুত করতে মাড় দেওয়া হয়। খই ও ভাতের ফ্যান, শাবুর মাড়, ভিজে ভাত ইত্যাদির সাহায্যে নারীরা মাড় প্রস্তুত করে। কোথাও বুননের শেষে আবার কোথাও বুনন চলাকালীন সুতোয় মাড় দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। সবশেষে মাড় দেওয়া ও রঙিন সুতোগুলি শুকিয়ে চরকার সাহায্যে গুটিয়ে রিলিং মেশিনের সাহায্যে বুনন উপযোগী করে তোলার কাজগুলি পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও করে থাকে।

উপকরণ হল এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপাদান ও উপকরণের ভিত্তিতে শিল্পীরা এই অনন্য শিল্পকর্ম গড়ে তোলে। ছোটো ছোটো অংশ নিয়ে তৈরি হয় তাঁতযন্ত্র ***(দ্র: চিত্র নং-১২)***। সেই উপকরণ গুলি হল: টানা, মুঠি, মাকু, বীম, ব, নরজ, রুলার, ভাড়াকাঠ, ছৈল বা জুল, ঝুল্লাই ইত্যাদি। এই সমস্ত সামগ্রীগুলির অধিকাংশ শিল্পীরা নিজেদের হাতেই তৈরি করে থাকেন।

৩.৩.৩ উৎপাদন পদ্ধতিতে নারীদের ভূমিকা : সুদীর্ঘকাল থেকে কখনো উৎপাদনকারী হিসাবে আবার কখনো ব্যবহারকারী রূপে নারীরা তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁতশিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পর্যায়কে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করে যায়। সেগুলি হল:

১. বয়নের পূর্ব প্রস্তুতির পর্যায়
২. নকশা প্রস্তুতির পর্যায়
৩. বয়ন পদ্ধতি

৩.৩.৩.১. বয়নের পূর্ব প্রস্তুতির পর্যায় : বয়নের পূর্ব প্রস্তুতির পর্যায়টি হল সুতোকে বয়নযোগ্য করে তোলা। সুতো তৈরিতে নারীরা যে সমস্ত ভূমিকা পালন করে তা পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. সুতোর মাড় তুলে দু-একদিন জলে ভিজিয়ে রাখা
২. সুতোর বান্ডিলে প্রয়োজন মতো রঙ করা
৩. পরিমাণ মত শাবু, খই বা ভাতের মাড়ের সঙ্গে আঠার মিশ্রণ তৈরি করে সুতোতে মাড় দেওয়া
৪. সুতোগুলিকে রোদে শুকানো
৫. সুতোর নলি তৈরি করা

৬. রোল চরকার সাহায্যে কঞ্চির কাঠিতে সুতো রোল করা ***(দ্র: চিত্র নং-১৩)***
৭. নলিকে ড্রামে জড়ানো
৮. সুতো গোটানো হয়
৯. ডিজাইন অনুযায়ী ফ্রেমে সুতো জড়ানো হয়।

৩.৩.৩.২. নকশা প্রস্তুতির পর্যায় : শাড়ি কিংবা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীকে সুন্দর ও সুসংগত করতে নকশাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আপেক্ষিক ভাবে সহজ ও সরল মনে হলেও সুন্দর ও সুনিপুণ নকশা তৈরির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে তাঁতশিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। নকশা সৃজনে নারীদের উল্লেখযোগ্য কার্যধারা হল:

১. কাগজে ছবি এঁকে সেই নকশাটিকে গ্রাফ কাগজে তুলে ধরা।
২. পিচবোর্ডের উপরে গ্রাফ পেপারের নকশাটি এঁকে ফুটো করা হয়।
৩. পিচবোর্ডটিকে জ্যাকার্ড মেশিনে স্থাপন করা হয়।
৪. পিচবোর্ডটিকে তাঁতযন্ত্রের থেকে একটু উপরে ঝোলানো হয়।
৫. অনেকগুলি 'ব' এর সাহায্যে টানা পোড়েনের মাধ্যমে শিল্পদ্রব্যে নকশা তৈরি করা।

৩.৩.৩.৩. বয়ন পদ্ধতি : সাধারণত শাড়ির পাড়, আঁচল ও জমির নকশাগুলি ভিন্ন ধরনের হয়। তাই বুনন কার্যও পৃথক পৃথকভাবে করা হয়। বয়ন প্রক্রিয়ায় নারীশিল্পী ও পুরুষশিল্পী উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারে। আবার পুরুষদের সাহায্যে ছাড়ায় নারীরা বয়ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারে এক্ষেত্রে নারীরা যে বিশেষ কাজগুলি করে সেগুলি হল: প্যাডেলে চাপ দিলে ঝাঁপ ওঠা নামা করে এবং মাকুটি একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চলাচল করে। ফলে মাকু থেকে সুতো বেরিয়ে এসে ক্রমশ শাড়ীর জমি, পাড়, আঁচল প্রভৃতি অংশগুলি ভরাট হতে থাকে।

৩.৩.৪ উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য ও তার বিষয় নির্বাচনে নারী : তাঁতশিল্পদ্রব্য বলতে প্রথমে যা মনে পড়ে তা হল শাড়ী। এছাড়া রয়েছে পাঞ্জাবী, চুড়িদার, লুঙ্গি, গামছা, রুমাল, চাদর, গৃহসজ্জার নানান দ্রব্য। নারী মনের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী গড়ে ওঠে। কখনো দৈনিক পরিধেয় বস্ত্ররূপে আবার কখনো গৃহসজ্জার উদ্দেশ্যে বিষয়গুলিকে নির্বাচন করা হয়।

৩.৩.৫ অলংকরণে নারীদের ভূমিকা : তাঁত শিল্পসামগ্রীকে চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী করে তোলার ক্ষেত্রে অলংকরণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অলংকরণ ও মোটিফ সৃজনের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় শিল্পীদের বিচক্ষণতা ও শৈল্পিক দক্ষতার। শিল্পবস্তুকে অলংকৃত করতে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের নকশা, রঙ ইত্যাদি। তাঁত শিল্পদ্রব্যের অলংকরণশৈলী বলতে বোঝায় নতুন নতুন নকশাকে বুননের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। সাধারণত শিল্পদ্রব্যে কি ধরনের নকশা তৈরি করা হবে তা ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করে। শাড়ী, পাঞ্জাবী, রুমাল, গৃহসজ্জার নানা সামগ্রীতে নানা ধরনের মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। অলংকরণের পাশাপাশি শিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে নানা ধরনের মোটিফ। কখনো ত্রিভূজ কখনো লতা-পাতা, কোথাও আবার পৌরাণিক কোন কাহিনীর অংশ শাড়ীতে ফুটে ওঠে। নারীরা যেমন তাঁতশিল্পের উৎপাদনের সাথে যুক্ত রয়েছে, তেমনি ব্যবহারকারী হিসাবে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই কি ধরনের নকশা ক্রেতার পছন্দ হবে তা নারীশিল্পীরা বিশেষভাবে বুঝতে পারে। যে সমস্ত মোটিফগুলি নারীশিল্পীরা শিল্পদ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহার করে থাকে তা হল (মণ্ডল, ২০১১: ৩৩):

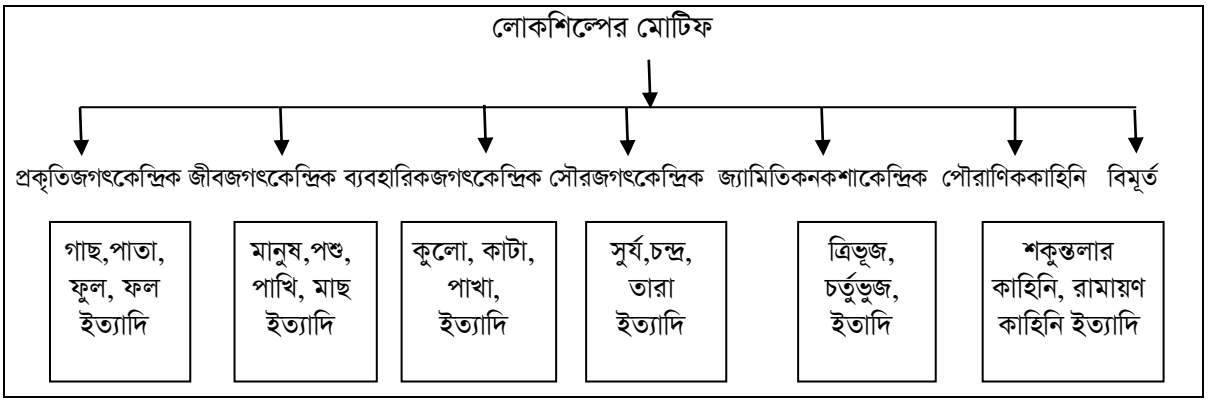

এই সমস্ত মোটিফগুলি একদিকে যেমন অলংকরণগুলিকে আরোও আকর্ষণীয় করে তোলে তেমনি এইগুলি নারীশিল্পীদের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

চিত্র নং-১০ বাদ্যশঙ্খ

চিত্র নং-১১ শাঁখা

চিত্র নং-১২ বৈদ্যতিক তাঁতযন্ত্র

চিত্র নং-১৩ চড়কার সাহায্যে সুতো প্রস্তুত

৪. লোকশিল্পে লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারে নারীদের ভূমিকা : লোকশিল্পে বিভিন্ন ধারায় লোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই নয় লোকপ্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ ও জ্ঞানের বর্হিপ্রকাশ ঘটে। এক কথায় লোকশিল্প লোকপ্রযুক্তি নির্ভর। বাংলার প্রাচীন লোকশিল্প মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প এবং তাঁতশিল্পেও বিভিন্ন লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পুরুষশিল্পীরা গোড়া থেকেই লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারে সচ্ছল হলেও বর্তমানে নারীরাও এর ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

৪.১ মৃৎশিল্প লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারে নারীদের ভূমিকা : মৃৎশিল্পদ্রব্য তৈরিতে প্রধান উপাদান হল মাটি। এই মাটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে নারীরা যে কার্যগুলি সম্পাদন করে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

১. মাটিকে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা।
২. চাঁছনি দিয়ে মাটি থেকে ছোট কাঁকড় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাদ দেওয়া।
৩. মাটির সাথে পরিমাণ মতো বালি মিশিয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাখা।

এছাড়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মৃৎপাত্র তৈরির ক্ষেত্রে চাকের ভূমিকা অপরিসীম। তবে চাঁকের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী তৈরি করলেও চাঁক তৈরিতে নারীদের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। নারীশিল্পীরা মৃৎশিল্পদ্রব্য তৈরির আঁইখাল নামক উপকরণ ব্যবহার করে। এটি অনেকটা চিনামাটির বড় প্লেটের মতো দেখতে যার নিচের দিকটা অর্ধচন্দ্রকার। নারীশিল্পীরা কলসী, হাঁড়ির সঠিক আকৃতি তৈরিতে পিটনা ও নেহাই (মসৃণ করতে) ব্যবহার করে।

যেহেতু মেয়েদের পক্ষে ভারী বড় চাক ঘোরানো সমস্যা জনক তাই হাড়ি, কলসি তৈরিরে তারা মূলত আঁইখাল ব্যবহার করে যার মধ্যে দিয়ে লোকবিজ্ঞান-ভাবনা ও প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিচয় পায়।
এছাড়া চাঁক থেকে মাটির বস্তুটিকে আলাদা করতে চেরি ও সুতো, মাটির পুতুল, অলংকরণ ও নানান মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে ছাঁচ ব্যবহার করে থাকে নারী শিল্পীরা। এসবের মধ্যেও নিহিত রয়েছে লোকবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিখুঁত প্রয়োগ।

৪.২ তাঁতশিল্প লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারে নারীদের ভূমিকা : তাঁতশিল্পসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ধরনের লোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করি। সাধারণত দু'ধরনের তাঁতযন্ত্র লক্ষ্য করা যায়:

১. হস্তচালিত তাঁতযন্ত্র
২. বৈদ্যুতিক তাঁতযন্ত্র

বলাবাহুল্য দুটি তাঁতযন্ত্রেই লোকপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হলেও হস্তচালিত তাঁতযন্ত্রে লোকপ্রযুক্তি প্রয়োগের পরিমাণ বেশি। তাঁতশিল্পে যে সমস্ত কাজ নারীরা করে থাকে সেগুলি হল:

১. সুতোতে রঙ করা ও মাড় দেওয়া
২. তাঁতের ফ্রেমে সুন্দরভাবে সুতোতে আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত করা
৩. চরকার সাহায্যে নলিতে সুতো গোছানো
৪. তাঁতযন্ত্র টিঁকে জোড়া লাগানো
৫. তাঁতের গায়ে লাগানো তক্তায় প্যাডেল করা
৬. ডান হাতে হাতল টানা ও বাঁ হাতে নারীশিল্পীরা দড়ির উপরের দিকটা নিজের দিকে টানে

এই সমস্ত প্রক্রিয়াতেই নারীরা মূলত লোকপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ***(দ্র: চিত্র নং-১৪, ১৫)***। এইভাবে তাঁতযন্ত্রের সাহায্যে বালুচরী ও আন্যান্য বিভিন্ন নকশাকে নিপুণতার সাথে তুলে ধরে নারীশিল্পীরা।

৪.৩ শঙ্খশিল্প লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারে নারীদের ভূমিকা : শঙ্খের কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় নয়। লোকপ্রযুক্তির সহায়তায় শঙ্খশিল্পীরা গড়ে তুলেছে অন্যান্য সব শিল্পসামগ্রী। তবে শঙ্খশিল্পে লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার দেখা গেলেও নারীশিল্পীরা এর সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত নয় ***(দ্র: চিত্র নং-১৬)***। শঙ্খদ্রব্যসামগ্রী নির্মাণে নারীদের যে সব কার্য সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল:

১. শঙ্খকে ছিলাই করা: অ্যাসিডের সাহায্যে পরিষ্কার করা
২. শঙ্খকে মসৃণ করা ***(দ্র: চিত্র নং-১৭)***।
৩. রেত বা ফাইল দিয়ে শাঁখের উপর নকশা তৈরি করা।
৪. পালিশ করা। জিঙ্ক, অ্যাসিড এবং গরম জলের দ্রবণে ডুবিয়ে পালিশ করা ও পুটিং করা ইত্যাদি।

লোকশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লোকবিজ্ঞান তথা লোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ। তবে বর্তমানে যুগের চাহিদা মেনে নারীশিল্পীরা লোকজ শিল্পসামগ্রীকে সময়োপযোগী করে তুলতে দেশীয় কৌশলের পাশাপাশি গ্রহণ করছে আধুনিক কৌশল ও প্রযুক্তি।

চিত্র নং-১৪ লোকপ্রযুক্তির ব্যবহারে নারী

চিত্র নং-১৫ সুতো প্রস্তুতিতে নারী

চিত্র নং-১৬ শঙ্খশিল্পে লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার

চিত্র নং-১৭ শাঁখাকে মসৃণ করতে নারী

৫. লোকশিল্পের বিপণনে নারীদের ভূমিকা : লোকশিল্পের বিপণনব্যবস্থা একটি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকায়ত শিল্পবস্তুর চাহিদা অনেকাংশে নির্ভর করে যথাপোযুক্ত বিপণন ব্যবস্থার উপর। আবার নিখুঁত সময়োপযোগী বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমেই লোকশিল্পের বিকাশ ও প্রসার সম্ভব। লোকশিল্পজাত দ্রব্যের বিপণন বা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এককথায় লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকের মতো এক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমসহযোগী। তবে লোকশিল্পের বিপণন ব্যবস্থা একটু ভিন্ন আদলের। এক্ষেত্রে মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী পদ্ধতি অবলম্বনের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প এবং শঙ্খশিল্পের বিপণনের ক্ষেত্রে যে সব ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলি হল (মণ্ডল, ২০১১: ৩৪):

লোকশিল্পের বিপণন ব্যবস্থা

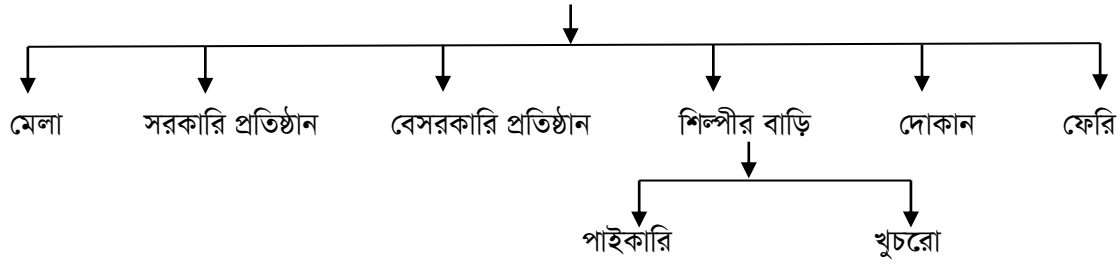

৫.১ মেলা : প্রাচীনকাল থেকেই তাঁতের, মাটির ও শাঁখের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির অন্যতম মাধ্যম হল মেলা। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলায়, বাণিজ্যিক মেলায় মাটির ও শাঁখের জিনিসপত্র বিক্রির বিপণি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এই সব দোকানগুলিতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরতে পুরুষদের মেয়েরা বিশেষভাবে সহায়তা করে। আবার অনেকসময় নারীশিল্পীরা নিজেরাই বিভিন্ন মেলায় দোকান তৈরি করে শিল্পদ্রব্য বিক্রি করেন। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, বিষ্ণুপুরের মেলা, কৃষ্ণনগরের বারোদলের মেলা, মায়াপুরের দোলের মেলা প্রভৃতি মেলায় গেলে মৃৎশিল্পবস্তু, তাঁতের শাড়ি এবং শাঁখের জিনিসপত্র বিক্রিরত নারীদের অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায় ***(দ্র: চিত্র নং-১৮, ১৯, ২০)***।

৫.২ সরকারি প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের হস্তশিল্প কার্যালয় এবং বিপণন কেন্দ্র আছে যেগুলি লোকশিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে। আবার কখনও কখনও এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে এই সব প্রতিষ্ঠানে শিল্পদ্রব্যগুলি সুসজ্জিত করতে এবং ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরতে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫.৩ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান : সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিপণন কেন্দ্রের মতো বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি লোকশিল্পী বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে বিক্রি করে। এই সব বিপণন কেন্দ্রগুলিতে শিল্পদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫.৪ শিল্পীর নিজস্ব বাড়ি : শিল্পীর বাড়ি থেকে লোকশিল্পবস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু ক্রেতা শিল্পীর বাড়ি থেকে ভালো শাড়ি দেখে শুনে তবেই ক্রয় করেন। এক্ষেত্রে শাড়ি বা অন্যান্য শিল্পবস্তু ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরতে নারীদের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয় ***(দ্র: চিত্র নং-২১)***। শুধু তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে নয় মৃৎশিল্প ও শঙ্খশিল্পের ক্ষেত্রে একই ছবি চোখে পড়ে।
এছাড়া গ্রামাঞ্চলে ফেরির মাধ্যমে লোকশিল্পদ্রব্য বিক্রি করা হয়। তবে পুরুষরাই সাধারণত ফেরির মাধ্যমে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী বিক্রি করেন। অতীতে কখনও কখনও বাড়ির কাছাকাছি গ্রামে ফেরির মাধ্যমে মেয়েরা শিল্পসামগ্রী বিক্রি করলেও বর্তমানে মেয়েদের ফেরীর মাধ্যমে শিল্পসামগ্রী বিপণনের প্রচলন খুব একটা নেই।

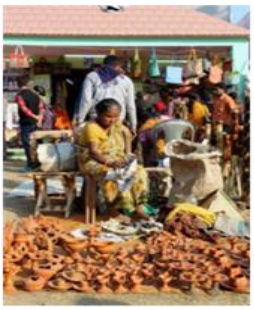

চিত্র নং-১৮ মৃৎশিল্পদ্রব্য বিপণনে নারী

চিত্রনং-১৯ মেলাতে লোকশিল্পদ্রব্য বিক্রয়রত নারীশিল্পী

চিত্র নং-২০ তাঁতশিল্পের বিপণনে নারী

চিত্র নং-২১ শঙ্খশিল্পের বিপণনে নারী

৬. মূল্যায়ন : রাঢ়বঙ্গের লোকশিল্পের ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবময়। ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে নানা ধরনের লোকশিল্পকলার বিকাশ ঘটেছে। রাঢ়ের বিভিন্ন কারুশিল্পের ধারায় প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য ও গুরুত্বের নিরিখে মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প এবং তাঁতশিল্প উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকে নারীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি অবলোকিত হয়। প্রতিটি শিল্পাঙ্গিকের মধ্য দিয়েই নারীর শৈল্পিক চেতনা, বিচক্ষণতা এবং মনোকাঙ্খার অব্যক্ত দিকগুলি পরিস্ফুট হয়। গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থায় তাঁতশিল্পের বিশেষ ভূমিকা আছে। গ্রামাঞ্চলের বহু সংখ্যক নারী তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন কারুশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্পেই নারীদের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে বেশী। সুতো সংগ্রহ থেকে শুরু করে সুতোকে বয়নের উপযোগী করে তোলা, বিভিন্ন মনোহারী নকশা প্রস্তুত এবং সমগ্র বয়ন প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীদের ভূমিকা কোন অংশেই উপেক্ষনীয় নয়। শুধু উৎপাদন নয় বিপণন ও ব্যবহারেও নারীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মৃৎশিল্প ও শঙ্খশিল্পেও নারীরা পুরুষের প্রায় সমকক্ষ। মৃৎশিল্পও গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতস্তম্ভ, নারীর স্বনির্ভরতার অন্যতম অবলম্বন। নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার উপর ভিত্তি করেই বাংলার মৃৎশিল্প আজ বিশ্বের দরবারে বিশিষ্ট আসনে আসীন। মাটি সংগ্রহ থেকে শুরু করে নিত্য নতুন শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করা এবং সেগুলিকে উচ্চ-মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের ভুমিকা সত্যিই অভাবনীয়। প্রাচীনকাল থেকেই মৃৎশিল্প শুধুমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জনকারী খেলনা প্রস্তুত বা গৃহস্থালির উপকরণ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মন্দির

গাত্রের টেরাকোটা ভাস্কর্যগুলি মৃৎশিল্পীদের অসামান্য শিল্পনিপুণতার পরিচায়ক। টেরাকোটা ভাস্কর্যগুলি নির্মাণে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা যেমন আছে তেমনি টেরাকোটা ভাস্কর্যের বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে নারীর জীবন-কাহিনি ও দৈহিকভঙ্গি। আবার বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী শঙ্খশিল্পের নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজন খুবই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে শুধুমাত্র বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজানো কিংবা স্বামীর মঙ্গলার্থে শাঁখা পরার মধ্যেই নারীর ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়। ব্যবহৃত পণ্যগুলি উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই নারীরা আজ সর্বত্র সাদরে সমাদৃত হয়েছে। এককথায় রাঢ়বঙ্গের এই চিরপ্রচলিত আলোচ্য তিনটি লোকশিল্পাঙ্গিকের সঙ্গেই নারীরা অঙ্গাঙ্গিভাব যুক্ত। উক্ত শিল্পাঙ্গিকগুলির উৎপাদন, বিপণন, প্রসার, ব্যবহার এবং রূপান্তর সর্বক্ষেত্রেই নারীদের ভূমিকাকে কোনভাবেই খর্ব করা যায় না। সমাজের সর্বক্ষেত্রের মতো লোকশিল্পাঙ্গিকেও নারীরা তাদের পদচিহ্ন রাখছে।

৭. উপসংহার : লোকশিল্পের সাথে নারীরা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনায় লোকশিল্পের টিঁকে থাকা কল্পনাতীত। তবুও নারীরা অক্লান্ত পরিশ্রমের যোগ্য সম্মানটুকু কোন দিনই পায় নি। কেবলমাত্র আলপনা, নকশি কাঁথা, দেওয়ালচিত্র কিংবা কয়েকটি লোকচারুকলায় নারীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়। কিন্তু লোকচারুকলার বাইরে বৃহত্তর লোককারুশিল্পের আঙ্গিনায় নারীদের যে বৃহৎ কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়ে চলেছে তা একপ্রকার লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। গবেষকদের লেখালেখির মধ্যেও নারীশিল্পীরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে সারাজীবন ব্রাত্যই রয়ে গেছে। আজ আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের সর্বনাশা আঘাতে লোকশিল্পের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। তাই লোকশিল্পের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয় লোকশিল্পীদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন এবং সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা।

তথ্যসূত্র :

১। মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত,* কলকাতা: নটনমকলকাতা, কলকাতা, ২০১১।
২। মণ্ডল, সুজয়কুমার, গবেষণা অভিসন্দর্ভ: *পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খশিল্প ও শাঁখারি শিল্পীসমাজ,* কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। চক্রবর্তী, সুধীর, *কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পীসমাজ, কলকাতা: সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সস,* ১৯৮৫।
২। বন্দোপাধ্যায়, দেবাশিস, *মৃৎ সংস্কৃতি,* কলকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৩। জানা, অচিন্ত্যকুমার, *বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প,* বাঁকুড়া: রাঢ় একাডেমি, ১৯৯৪।
৪। ঘোষ, স্বপনকুমার, *বাংলার কুটির শিল্প,* কলকাতা: দেজ পাবলিসিং, ১৯৯৬।
৫। মজুমদার, শিশির, *লোকশিল্প ও রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প উন্নয়ন, ১৯৯৭।
৬। সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০।
৭। ঘোষ, নীহার, *বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০০।
৮। ঘোষ, দীপঙ্কর, *পশ্চিমবঙ্গের শিল্প* , কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২।
৯। *জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ বাঁকুড়া,* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২।

১০। আচার্য, নন্দদুলাল, *রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৩।
১১। ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার লোকশিল্প*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
১২। ভট্টাচার্য, মিহির ও দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পা), *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪।
১৩। বসুরাম, সুবোধ, *রাঢ়বঙ্গের কারুশিল্প*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৬।
১৪। চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা), *লোকজ শিল্প*, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১১।
১৫। মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়*, কলকাতা: সি সি সি এ, ১৯৯৯।
১৬।। মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত*, কলকাতা: নটনমকলকাতা, ২০১১।
১৭। সৈয়দ, বসিরুদ্দোজা, *রাঢ়ের শিল্প ডোকরা*, বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
১৮। দেবনাথ, দেবলীনা, *বাংলার লোকসংস্কৃতি ও নারী-মনস্তত্ব*, কলকাতা: পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৪।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ :

১। মণ্ডল, সুজয়কুমার, গবেষণা অভিসন্দর্ভ: *পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খশিল্প ও শাঁখারি শিল্পীসমাজ,* কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।

তথ্যদাতা :

১। মৃৎশিল্প: লক্ষ্মীরাণী কুম্ভকার (বয়স-৬২), পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া; মধুমিতা কুম্ভকার (বয়স-৪২), পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া; শ্যামলী কুম্ভকার (বয়স-৩৫) পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া; অপর্ণা কুম্ভকার (বয়স-৩৭), পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া।

২। শঙ্খশিল্প: সাধনা নন্দী (বয়স-৫২), রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া; কাকলী নন্দী (বয়স-৩৮), রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া; অসীমা নন্দী (বয়স-৫৫), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া; রূপকিনী নন্দী (বয়স-৪২), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া; জয়তী নন্দী (বয়স-৩২), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

৩। তাঁতশিল্প: লক্ষ্মী দাস (বয়স-৪৩), রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া; দিপালী দাস (বয়স-৫২), রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া; মমতা দাস (বয়স-৩৮), তাঁতিপাড়া, বীরভূম; মালতি দাস (বয়স-৪১),তাঁতিপাড়া, বীরভূম; ভারতী দাস (বয়স-৫৫),তাঁতিপাড়া,বীরভূম; পূজা মণ্ডল(বয়স-৫২), তাঁতিপাড়া, বীরভূম।